NRB Bank
Not Just Another Bank

এনআরবি ইসলামিক ব্যাংকিং

সরকারি/ আধা সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব

হিসাব খোলার ফরম

শাখার নাম/
এজেন্ট আউটলেট :

হিসাবের নাম :

গ্রাহক আইডি :

হিসাব নম্বর :

আর. এম. কোড :

SBS-2 & SBS-3 REPORTING FORM

(To be filled in English by the bank officials)

A. Depositor's Information (আমানতকারীর তথ্য)

(For SBS-2 Reporting)

হিসাব নম্বর | | | | | | | | | | | | |

For Individual / ব্যক্তির ক্ষেত্রে

1. Depositor's Name / আমানতকারীর নাম (In Block Letter)	:	
2. Profession / পেশা	:	Sector Code:
3. Type of Account / হিসাবের ধরণ	:	Type of Deposit code:

For Institution / প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

1. Name of the Institution/ প্রতিষ্ঠানের নাম (In Block Letter)		
2. Type of Institution / প্রতিষ্ঠানের ধরণ	:	Sector Code:
3. Type of Account / হিসাবের ধরণ	:	Type of Deposit code:

B.Client's Information (বিনিয়োগকারীর তথ্য)

(For SBS-3 Reporting)

হিসাব নম্বর | | | | | | | | | | | | |

For Individual/ ব্যক্তির ক্ষেত্রে

1. Client's Name / বিনিয়োগকারীর নাম (In Block Letter)	:	
2. Profession / পেশা	:	Sector Code:
3. Purpose of Investment / বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	:	Economic Purpose code:
4. Security/ জামানত	:	Security Code:
5. Category of Investment / বিনিয়োগের ধরণ	:	Product Code:
6. SME / এসএমই কি না: হ্যাঁ/ না	:	SME Code:

For Institution/ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

1. Name of the Institution / বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম (In Block Letter)	:	
2. Type of Institution/ প্রতিষ্ঠানের ধরণ	:	Sector Code:
3. Purpose of Investment/ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	:	Economic Purpose code:
4. Security/ জামানত	:	Security Code:
5. Category of Investment / বিনিয়োগের ধরণ	:	Product Code:
6. SME / এসএমই কি না: হ্যাঁ/ না	:	SME Code:

Prepared by

Verified by

Approved by

NRB Bank
Not Just Another Bank

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

(সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব)

তারিখ | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র |

হিসাব নম্বর | | | | | | | | | | | | | |

ইউনিক আইডি কোড | | | | | | | |

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

শাখা প্রধান
এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড
.....শাখা/এজেন্ট আউটলেট

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি ..... হিসাব খোলার আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি :-
(প্রোডাক্টের নাম)

প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

১. হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)

In English (Block Letter)

২. হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)
☐ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ☐ আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব ☐ মুদারাবা বিশেষ নোটিশ আমানত হিসাব
☐ এফসি ☐ অন্যান্য .....

৩. মুদ্রা (টিক দিন)
☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য .....

৪. হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য .....

৫. প্রাথমিক জমার পরিমান (অংকে) কথায়

৬. আয় বন্টনের অনুপাত
(মুদারাবা ডিপোজিটরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ডিপোজিটর ব্যাংক

দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

১. প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়)

In English (Block Letter)

২. প্রতিষ্ঠানের ধরণ

৩. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

৪. যোগাযোগের ঠিকানা

ফোন নম্বর: ই-মেইল:

তৃতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে)

হিসাব নম্বর | | | | | | | | | | | | |

ইউনিক আইডি কোড | | | | | | | |
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১. হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়)

In English (Block Letter)

হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি

২. জন্ম তারিখ | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র |

৩. জাতীয়তা

(হিসাবধারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৪. নিবাসের ধরণ ☐ নিবাসী ☐ অনিবাসী (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৫. পেশা (বিস্তারিত)

প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক

৬. পরিচিতি পত্র

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | | | | | | | | | | | | | | | | | | অথবা,

পাসপোর্ট নম্বর মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ | দি | ন | মা | স | ব | ৎ | স | র | অথবা,

জন্ম নিবন্ধন নম্বর অথবা, অন্যান্য* নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে

৭. (ক) ঠিকানা

ফোন/মোবাইল নম্বর: ই-মেইল:

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

স্বাক্ষর : আবেদনকারীর নাম : পদবী : তারিখ :	স্বাক্ষর : আবেদনকারীর নাম : পদবী : তারিখ :
স্বাক্ষর : আবেদনকারীর নাম : পদবী : তারিখ :	স্বাক্ষর : আবেদনকারীর নাম : পদবী : তারিখ :

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা প্রধান) নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

(হিসাবের নিয়মাবলী)

সাধারণ শর্তাবলী/নিয়মাবলীঃ

১. বাংলাদেশের সিডিউলড ব্যাংকসমূহে বাংলাদেশের যেসব আইন, নিয়ম-নীতি প্রচলিত রয়েছে এই হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রেও সে সব নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে।

২. ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী হিসাবের সার্ভিস চার্জ অথবা মেইনটেন্যান্স ফি সময় সময় কর্তন করা হবে। ব্যাংক আবগারী শুল্ক (Excise Duty) এবং অন্যান্য চার্জসমূহ বাদেও হিসাবের সাথে যেকোনো ভাবে সম্পৃক্ত সকল ব্যয় ও খরচ (কালেকশন ফিস এবং বৈধ খরচসমূহ) কর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩. যদিও ব্যাংক এই হিসাবের ক্ষেত্রে সব ধরণের গোপনীয়তা রক্ষা করবে, কিন্তু নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংক তথ্য প্রকাশে বাধ্য থাকবেঃ

(ক) ব্যাংকের উপর প্রভাববিস্তারকারী যে কোনো রেগুলেটরী, সুপারভাইজরি, সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান;

(খ) আইন অথবা কোর্ট অর্ডার এর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

৪. গ্রাহক কর্তৃক যেকোনো তথ্যের পরিবর্তন অতি সত্বর ব্যাংককে জানাতে হবে, অন্যথায় কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৫. ডাক, কুরিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন অথবা অন্য কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, যান্ত্রিক গোলযোগ, কম্পিউটার সমস্যা অথবা ব্যাংকের আওতা বহির্ভূত কোন ঘটনার জন্য হিসাবের কোনরূপ ক্ষতি হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৬. ব্যাংকের দৃষ্টিতে হিসাব পরিচালনায় অসন্তোষজনক লেনদেন হলে অথবা অন্য যে কোনো কারণে কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকেই ব্যাংক যেকোনো হিসাব বন্ধ দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭. কোনরূপ পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ব্যাংক যে কোন সময় হিসাব সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারে এবং গ্রাহক তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৮. আমানতকারী(গণ) এর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট হিসাবের লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে এবং মুনাফাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমুদয় অর্থ হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত নমিনিকে প্রদান করা হবে। নমিনি নাবালক হলে আইনগত অভিভাবককে সমুদয় অর্থ প্রদান করা হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন মোতাবেক অর্থ অবমুক্ত করা হবে।

৯. প্রত্যেক হিসাবের অতিরিক্ত শর্তাবলী/নিয়মাবলী উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী/নিয়মাবলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০. কোনো জমার উপর ব্যাংক যাকাত প্রদান করবে না। গ্রাহককে নিজ দায়িত্বে যাকাত প্রদান করতে হবে।

আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি/এমএসডি/এমএসএনডি হিসাবের অতিরিক্ত শর্তাবলী/নিয়মাবলীঃ

১. ক) আল-ওয়াদিয়াহ নীতিসমূহ অনুসরণ করে আল-ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত হিসাবের আমানত গ্রহণ করা হবে যার আয় বন্টনের আনুপাত শূণ্য এবং এটি হিসাবধারী গ্রাহক ও এনআরবি ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক আল-ওয়াদিয়াহ চুক্তি। এই আমানতের বিনিয়োগ হতে ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা বা লোকসানে গ্রাহক অংশীদার হবেন না। গ্রাহক তার হিসাবে অর্থ জমা করবেন। ব্যাংক জমাকৃত অর্থের নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং গ্রাহকের চাহিবা মাত্র জমাকৃত অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে। ব্যাংক আল-ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত হিসাবের আমানত ব্যবহারের অধিকার সংরক্ষণ করে।

খ) মুদারাবায় হিসাবধারী গ্রাহক হচ্ছেন 'সাহিব আল-মাল ' (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে ''মুদারিব" (কারবার সংগঠক)। এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং এনআরবি ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি। ইসলামী শরী'আহ্ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই অর্থ জমা গ্রহণ করবে এবং জমাকৃত অর্থ শুধু ইসলামী শরী'আহ্ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির অবহেলাজনিত কারণ ব্যতীত বিনিয়োগে লোকসান হলে মুদারাবা হিসাবধারীগণ তা বহন করবেন। এছাড়া ইসলামী শরী'আহ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

গ) ব্যাংক তার নীতিমালা অনুযায়ী মুনাফা বিতরণের নীতিসমূহ পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঘ) মুদারাবা ডিপোজিটরগণ তাদের ফান্ড বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ব্যাংকের সাথে শেয়ার করবেন।

ঙ) বিভিন্ন প্রকার ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক যে আয় করে যেমন-এক্সচেঞ্জ, কমিশন ইত্যাদি এর কোন শেয়ার সাধারণত: ডিপোজিটরগণ পাবেন না। তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিজ এখতিয়ারে এ নিয়ম শিথিল করতে পারেন।

চ) হিসাব খোলার সময় সংশ্লিষ্ট হিসাবের ধরন অনুযায়ী ইনকাম শেয়ারিং রেশিও (ISR) লিপিবদ্ধ করা হবে।

ছ) আয় বন্টনের সম্মত আনুপাতিক হার (ISR) ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত একই থাকবে। পরিবর্তিত হলে নতুন আয় বন্টন হার (ISR) মুদারাবা ভিত্তিক হিসাবসমূহের (নতুন/নবায়ন) জন্য প্রযোজ্য হবে।

জ) দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী ও এসএনডি হিসাবের মুনাফার হিসাব চূড়ান্ত করা হবে; তবে বছরে দুইবার- জুন এবং ডিসেম্বরে তা আকলন করা হবে। অন্যান্য মুদারাবা ডিপোজিটের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির তারিখে প্রফিট জমা করা হবে।

ঝ) মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ হিসাব এবং মুদারাবাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে 'প্রারম্ভিক জমা' এবং মুনাফা পাওয়ার জন্য 'নূন্যতম স্থিতি'র পরিমাণ নির্ধারণ/পরিবর্তনের ক্ষমতা ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এরূপ আরোপ বা পরিবর্তন সময়ে সময়ে সার্কুলারের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

ঞ) মুদারাবাভিত্তিক কোন সঞ্চয়ী হিসাব ক্যালেন্ডার হিসাবের মাস/হিসাব বছর/অডিট সনদ প্রাপ্তির পূর্বে বন্ধ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট সময়ের মুনাফা পূর্ববর্তী মেয়াদ/মাসের হার মোতাবেক প্রদান করা হবে এবং তা-ই প্রকৃত এবং চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে ব্যাংক বা ডিপোজিটরের কেউ কোন ধরনের সমন্বয়ের দাবি করতে পারবে না।

ট) মুদারাবা আমানতকারীগণ বন্টনযোগ্য বিনিয়োগ মুনাফা থেকে মুনাফা পাবেন। বন্টনযোগ্য বিনিয়োগ আয় বলতে বিনিয়োগ আয় থেকে নির্ধারিত হারে 'মুদারাবা আমানতকারীদের প্রফিট ইক্যুয়ালাইজেশন প্রভিশন' বাদ দিয়ে যে আয় অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝাবে। এই হার ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্ধারন/পুনঃনির্ধারন করবে।

২. কোনরূপ অনিয়ম অথবা প্রতারণা পরিলক্ষিত হলে ব্যাংক গ্রাহকের যে কোনো হিসাবের যে কোনো লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবে।

৩. ব্যাংকে হিসাব খোলার পূর্বেই গ্রাহককে সব দলিলাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। সকল নিয়মাবলীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না।

৪. ০১ (এক) বছর কোনরূপ লেনদেন না হলে আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি আমানত হিসাব সুপ্ত (Dormant) হিসাবে রূপান্তরিত হবে।

৫. ০২ (দুই) বছর কোনরূপ লেনদেন না হলে মুদারাবা সঞ্চয়ী এবং মুদারাবা বিশেষ নোটিশ আমানত হিসাব সুপ্ত (Dormant) হিসাবে রূপান্তরিত হবে।

৬. যদি কোন হিসাবের লেনদেন এক বছর বা তার অধিক কাল বন্ধ থাকে তাহলে ব্যাংক শূণ্য স্থিতি সম্বলিত যে কোনো হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৮. ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনানুযায়ী ১০ (দশ) বছর ও তদূর্ধ্ব মেয়াদ পর্যন্ত কোন হিসাবে লেনদেন না হলে সংশ্লিষ্ট হিসাবটি অদাবীকৃত (Unclaimed) হিসেবে গণ্য করে উক্ত হিসাবের স্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থানান্তর করে দেয়া হবে।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

চেক বই

১. অবিলিকৃত চেকবই সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত ব্যাংক হেফাজতে রাখা হবে। ৯০ দিন পর এধরণের অবিলিকৃত চেকবই ব্যাংক নষ্ট করে ফেলবে এবং প্রচলিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট একাউন্ট হতে প্রযোজ্য চার্জ আদায় করা হবে।

২. চেক বই গ্রহণ করার সময় গ্রাহককে চেক বইয়ের পাতা গুণে নিতে হবে এবং চেক বই নিরাপদ স্থানে (নিজস্ব হেফাজতে) সংরক্ষণ করতে হবে যেন কোন চেক এর পাতা চুরি/খোয়া বা অপব্যবহার না হয়। চুরি বা খোয়া যাওয়া কোন চেকের মাধ্যমে জালিয়াতি সংঘটিত হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৩. চেক পরিশোধ বন্ধ রাখার নির্দেশ (Stop payment Instruction), চেক বই ইস্যু, ব্যাংক সচ্ছলতার সার্টিফিকেট, হিসাব বিবরণী, অন-লাইন লেনদেন, স্থিতি অনুসন্ধান (Balance Enquiry) সম্পর্কিত সকল নির্দেশনা ব্যাংক কে লিখিত আকারে দিতে হবে। ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে তার অনুমোদিত কোন ব্যক্তিকে চেক বই, সচ্ছলতার সার্টিফিকেট (Solvency Certificate), হিসাব বিবরণী ইত্যাদি বন্ধ খামে সরবরাহ করতে পারবে। কোন চেক/ইন্সট্রুমেন্ট পরিশোধের পর কোন চেক পরিশোধ বন্ধ রাখার নির্দেশ (Stop payment Instruction) আসলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. চেক পেমেন্ট স্থগিতাদেশ : হিসাবধারী অবগত যে, চেক হারানোর ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য আইনসিদ্ধ ও ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত অবস্থায় ব্যাংক তার সম্পূর্ণ নিজ বিবেচনায় হিসাবধারীর দ্বারা লিখিতভাবে প্রদেয় চেক স্থগিতের নির্দেশ গ্রহণ করবে।

৫. গ্রাহক বা গ্রাহকের কোন প্রতিনিধির দ্বারা নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাংক চেক স্থগিত সংক্রান্ত কোন নির্দেশ গ্রহণ করার ফলে ব্যাংকের কোন ক্ষতি, লোকসান, খরচ (আইনী খরচসহ) হলে, তা গ্রাহক ব্যাংককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এর প্রেক্ষিতে এ জাতীয় চেক স্থগিত সংক্রান্ত কোন নির্দেশ তালিকাভুক্তির জন্য ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত হারে চার্জ কর্তন হবে।

৬. চেক বা চেক প্রদানের ফলে জালিয়াতি : চেকে কোন ঘষামাজা বা চেক দ্বারা জালিয়াতি, প্রতারণা প্রতিরোধে গ্রাহক বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। এক্ষেত্রে জালিয়াতি বা প্রতারণার ফলে গ্রাহক বা অন্য কেহ

ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার জন্য কোন অবস্থাতেই ব্যাংক দায়ী হবে না। কোন চেক হারানো গেলে বা কোন চেকের অপব্যবহার হলে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে তা ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

৭. পজিটিভ পে : ক্লিয়ারিং চেকের পজিটিভ পে সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহক কাউকে চেক প্রদান করলে অবশ্যই লিখিতভাবে বা কনট্যাক্ট সেন্টারে যোগাযোগ করে ব্যাংককে অবহিত করবেন। অন্যথায় ব্যাংক চেক ফেরত দিতে পারে।

তথ্যের গোপনীয়তা ও তথ্য প্রকাশ: ব্যাংক হিসাবসমূহের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে তবে আইন বা আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থার প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করা যাবে।

দায়মুক্তি : ব্যাংকের শর্তাবলী প্রয়োগ ও ব্যাংকের বকেয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সংশ্লিষ্ট সব খরচ (আইনী খরচসহ) থেকে ব্যাংককে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করতে সম্মত হলাম।

অবহেলা/ত্রুটি : গ্রাহকের অবহেলা অথবা ভুলের কারণে কোন অননুমোদিত লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকলে এক্ষেত্রে ব্যাংক কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রচলিত আইন : প্রদত্ত নিয়মে নীতি/শর্তাবলী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে পরিচালিত হবে এবং প্রয়োগ করা যাবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনঃ

১. দেশে অবৈধ সম্পদ আহরণ বন্ধকরণ ও সম্পদের অবৈধ পাচার রোধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও (সংশোধন) ২০১৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ (সংশোধন) জারি হইয়াছে।

২. উক্ত আইন বিএফআইইউ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতেছে।

৩. বৈধ ও অবৈধ পন্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদের অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর, রুপান্তর, অবস্থানের গোপনকরণ বা উক্ত কাজে সহায়তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি।

৪. হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ এবং হুন্ডির কাজে সহায়তাকরণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. উপরে বর্ণিত অবৈধ কার্যাবলী সম্পাদনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক সমূহ অসৎলোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ব্যাংকে একাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো ও গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ সংরক্ষণে অধিকতর ও তৎপর হইয়া কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করুন।

৬. অস্বাভাবিক লেনদেন জনিত কারণে সন্দেহ স্থাপিত হইলে বিএফআইইউ যে কোন একাউন্টের লেনদেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে পারে। অবৈধ লেনদেন প্রমানিত হইলে প্রয়োজনে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইতে পারে এবং এই আইনের অধীনে সকল অপরাধ অজামিন যোগ্য।

৭. আদালত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তদন্তাদেশ, অবরুদ্ধকরণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থ দন্ড এবং ক্ষতিপূরণ আদেশসহ অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে অপরাধী অন্যূন ৪ (চার) বছর এবং অনধিক ১২ (বার) বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ অর্থদন্ড বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। এই ধারার অধীনে কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হবে।

৮. সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কার্য অর্থায়নে দোষী সাব্যস্ত হলে, আদালত তাহা হইলে তাকে অনুর্ধ্ব ২০(বিশ) ও অন্যূন ৪(চার) বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে এবং উহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারবে। অভিযুক্ত সত্তা (প্রতিষ্ঠান) এর ক্ষেত্রে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থদন্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যা অধিক, দন্ড আরোপ করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান এর বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বছর ও অন্যূন ৪ (চার) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও (সংশোধন) ২০১৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ (সংশোধন) বাস্তবায়নে সহযোগিতা করুন।
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক জারিকৃত।

১ম আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষর	২য় আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষর	৩য় আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষর	৪র্থ আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষর
নাম : তারিখ :	নাম : তারিখ :	নাম : তারিখ :	নাম : তারিখ :

NRB Bank

Not Just Another Bank

NRB Bank Limited
Corporate Head Office, Uday Sanz, Plot # 2/B, Road # 134, Block- SE (A), Gulshan South Avenue, Gulshan-1,Dhaka-1212, Bangladesh.
Tel:+88 09666 456000, E-Mail: callcenter@nrbbankbd.com, **Web: www. nrbbankbd.com**